দৈনিক বাংলা

006

তারিখ ... ১৫. ১১. ৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রদের জন্য লেখাপড়া— রাজনীতি নয়ঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ দেশে মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বুধবার খিলগাঁও গার্লস হাই-স্কুলের নয়া ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলারা যাতে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান স্রোতের সঙ্গে অর্থবহভাবে জড়িত থাকতে পারে সেজন্য তাদের অবশ্যই যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি ছাত্রীদের বিদেশী সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকার এবং আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সমুন্নত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাদের মেয়েদের মধ্যে আমরা আমাদের মায়েদের ও তাদের মূল্যবোধের সত্যিকার প্রতিফলন দেখতে চাই।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব এম এ ইয়াকুব এ উপলক্ষে ভাষণ দেন। খবর বাসসর।

ছাত্রছাত্রীরা যাতে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

সেজন্য প্রেসিডেন্ট তাদের প্রতি জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সামাজিক অসন্তোষ ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। 'তোমাদের এমন কোন তৎপরতায় জড়িত হওয়া উচিত নয়, যা সমাজে তোমাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে পারে।'

তিনি বলেন, ছাত্রজীবন কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য, রাজনীতি করার জন্য নয়। তিনি তাদের প্রতি তাদের সামনে যে গুরু-দায়িত্ব রয়েছে তা গ্রহণের জন্যে পিতামাতা তথা দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান।

ধর্মীয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় শিক্ষা ও নির্দেশ মেনে চলা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি তাদের প্রতি বয়স্কদের সঙ্গে আচার আচরণে আদব-কায়দা বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন যে সরকার তার উন্নয়ন কৌশলে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সরকার ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন মেটাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। তিনি বলেন যে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্যে গত বছর ৪৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ একটি সুখী ও সমৃদ্ধ নয়া বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে নয়া বাংলাদেশে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষা করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের দান করা জমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি এর আগে এ এলাকা সফরকালে স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ১০ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট স্কুলে আগমন করলে উৎফুল্ল ছাত্রীরা তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে। তারা তাঁর উপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করে ও তাঁকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে।

স্কুল ছাত্রীদের এক বিচিত্রানুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।